**ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা, রবিবার, ০১ চৈত্র ১৪২১, ১৫ মার্চ ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,

সচিববৃন্দ,

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানগণ।

 আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার মাস মার্চে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখাতে সাফল্যের জন্য আমি এ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গতবছর ১৩ জুলাই আপনাদের সাথে প্রথমবারের মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। দ্বিতীয়বারের মতো আজ এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। আমি আশা করি, আজকের মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাবো।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

জাতির পিতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করতেন। এ লক্ষ্য তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৩ সালে বিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা দেশের প্রথমা শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদার মত বিজ্ঞানীর হাতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে তিনি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেশে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন বিশ্ব পরিমন্ডলে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন। মানুষের মৌলিক অধিকার সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট হয়। বাংলাদেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে। তখন বিএনপি-জামাত জোট দেশের প্রতিটি সেক্টরকে দূর্নীতিতে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। আমরা সরকার গঠন করে প্রতিটি খাতের পাশাপাশি ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতকেও ঢেলে সাজাই। মোবাইলের মনোপলি ভেঙ্গে দেই। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরে ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। তখনও চারিদকে বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা। আমরা এই অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করি।

আমরা পৃথকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করি। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করে একক মন্ত্রণালয় গঠন করি।

২০১০ সালে আমরা ITU-এর কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাচিত হই। এরফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের জন্য টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতে জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তথ্য-প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের অবদান স্বরূপ আমরা ২০১১ সালে মর্যাদাপূর্ণ ‘সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড’ এবং ২০১৪ সালে ‘South-South Cooperation Visionary Award’ লাভ করি। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ITU বাংলাদেশকে ২০১৪ সালে ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি’ (WSIS) পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া World Information Technology and Services Alliance, মেক্সিকো থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ‘WITSA 2014 Global ICT Excellence Award’ অর্জন করে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

গত ছয় বছরে আমরা ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে আমূল পরিবর্তন এনেছি। আজ দেশে সরকারি একটিসহ মোট ৬টি মোবাইল ফোন কোম্পানী অপারেট করছে। দেশে ১২ কোটি ৩ লাখ সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০১ সালে মোবাইলের কলচার্জ যেখানে প্রতিমিনিট ছিল ১০ টাকা বর্তমানে তা প্রতিমিনিট ৫০ পয়সারও কমে নেমে এসেছে। সরকারি-বেসরকারি ৫টি মোবাইল অপারেটরকে 3G সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অচিরেই 4G চালু হবে।

ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। দেশে টেলিডেনসিটি ৭৮.১২ শতাংশ। ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৭.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিকমিনিউকেশনস্ রেগুলেটরি কমিশন ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০ হাজার ৮০ কোটি ২ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

 দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আজ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। স্কাইপি, ভাইবার, ফেসবুক, ট্যাংগোসহ অসংখ্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মোবাইলের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষার আবেদন জমা, ফি গ্রহণ, অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ, এসএমএসের মাধ্যমে আসন বিন্যাস এবং ফলাফল জানা যাচ্ছে। এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের সকল বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এখন টেলিটকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এডুকেশন লাইন, টেলি হেলথ, কৃষি জিজ্ঞাসা, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল রেমিটেন্স সার্ভিস, রেলওয়ে টিকিট ক্রয়, বিবিসি জানালা, মোবাইল ব্যাংকিং, হজ্জ্ব তথ্য ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা ৮ হাজার ৫০০ ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তর করার কাজ হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৪০০টি পোস্ট অফিস ই-সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। আমরা ‘পোস্টাল ক্যাশ কার্ড’ ও ‘মোবাইল মানি অর্ডার’ সার্ভিস চালু করেছি।

আমরা প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলছি। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ কোন স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু করেছি। ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে।

আইসিটি ব্যবহার করে তরুণদের উপার্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে ‘লার্নিং এন্ড আর্নিং’ প্রকল্প এবং অনলাইন আউটসোর্সিং এর উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য ‘বাড়ি বসে বড়লোক’ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর আওতায় ব্যাপকভাবে তরুণদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। সরকারি সেবা জনগণের কাছে মোবাইল এ্যাপস-এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী অ্যাপস ডেভেলপার প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মন্ত্রণালয় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টিসহ বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আমরা প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। যশোরে বহুতল বিশিষ্ট সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ কাজ চলছে। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে একটি Tier-4 National Data Center এবং যশোর হাই-টেক পার্কে Disaster Recovery Site স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিসি’তে একটি Tier-3 মানের ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে Bangladesh Computer Security Incident Response Team গঠন করা হয়েছে। Cyber Security Agency নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন এবং সহজতর করার লক্ষ্যে সাবমেরিন কেবলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অবৈধ কল টার্মিনেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক কলের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিটিসিএলের গ্রাহকগণ অফ-পিক আওয়ারে দেশের মধ্যে প্রতি মিনিট ১০ পয়সায় কথা বলতে পারছেন, যা ভয়েস কলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন চার্জ।

আমরা দেশে কোন বিকল্প সাবমেরিন কেবল না থাকায় দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ SEA-ME- WE-5 আন্তর্জতিক কনসোর্টিয়ামে যোগদান করেছে এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার ৩০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ অর্জন করবে।

১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার বিনা খরচে সাবমেরিন কেবল নেয়নি। যা আমাদের টাকা দিয়ে নিতে হয়েছে। সে সময় তারা সাবমেরিন কেবল নিলে অনেক আগেই আমরা দ্বিতীয় কেবল স্থাপন করতে পারতাম।

ইতোমধ্যে দেশে ১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। আরও ১১ হাজার কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে যা ২০১৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছি। আমরা অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে খুলনার ক্যাবল শিল্প সংস্থায় প্ল্যান্ট স্থাপন করেছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আমরা আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬ সংশোধন করেছি। সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইড লাইন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর সংশোধন, আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছি।

মহাকাশে আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন’ প্রকল্পের আন্তর্জাতিক টেন্ডার চলতি মাসে আহ্বান করা হচ্ছে। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আশা করি আগামী ৩ বছরের মধ্যেই এ স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপন সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতকে আরও সুসংসহত করতে আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়াও প্রশাসন, ব্যাংকিং, চিকিৎসাসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম। আউট সোর্সিং খাতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। তথ্য-প্রযুক্তি এখন জনগণের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার।

আমরা যখন তথ্য-প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবহার করে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি তখন বিএনপি নেত্রী বিরতিহীন হরতাল ও অবরোধ দিয়ে দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে নেমেছে। তাদের তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ভালো লাগে না। বিএনপির পছন্দ মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ। এজন্য তারা জামাতের সঙ্গ ছাড়তে পারছে না। জনগণের কাছে খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র চরিত্র আজ পরিস্কার হয়ে গেছে। আজ বিএনপি-জামাত মানে পুড়িয়ে মানুষ হত্যার রাজনীতি। দেশের সম্পদ ধ্বংসের রাজনীতি। আমি এ অপ-রাজনীতি থেকে আবারও বিএনপি নেত্রীকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশের মানুষ কখনও কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি। দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্র ও অপশক্তি দমন করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে সর্বোচ্চ আসনে তুলে ধরতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্।

 আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশের কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বিনির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। স্বাধীনতার মাসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...